ছাত্রলীগের দমন রাজনীতি

বর্তমান সরকারের ৫৫ মাসে প্রতিপক্ষের ওপর ছাত্রলীগের হামলার কয়েকটি চিত্র

-ফাইলফটো

সরকারের ৫৫ মাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা

□ ফারুক হোসাইন ও মোবারক হোসাইন

এখন দমনের শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির স্লোগান নিয়ে রাজনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ। শিক্ষার্থীদের স্বার্থের বদলে তারা মনোযোগ দিয়েছে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল-দমন, নির্যাতনে। তাদের হাত থেকে এখন রক্ষা পাচ্ছে না শিক্ষক-ছাত্রীরাও। দেশের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বজায় রাখতে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, দমন-নির্যাতনসহ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছে। মহাজোট সরকারের ৫৫ মাসেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদল-শিবিরকে কঠোরভাবে দমন করেছে। তাদের হামলা ও দমন-নিপীড়নের কারণে ক্যাম্পাসে এরকম নিষিদ্ধই ছিল এই দুটি সংগঠনের রাজনীতি। এছাড়া বাম ছাত্র সংগঠনগুলোও ছিল না স্বস্তিতে। সরকারবিরোধী কোনো ইস্যুতে আন্দোলন করতে চাইলেই নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসত তাদের ওপর। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের চলতি মাস পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার, অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের সাথে সংঘর্ষ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্য, শিক্ষক-ছাত্রী লাঞ্ছিতসহ নানা অপকর্মের জন্য প্রায় শিরোনাম হয়েছে দলটি। হেন কোনো অপরাধ নেই যেটি ছাত্রলীগ করেনি। আর এতে হতাহত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে অতীতের যে কোনো সময়কে। তাই এখন সুশীল সমাজ ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে 'সরকারের যা কিছু অর্জন

পৃঃ ১২ কঃ ১

তারিখ 25 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
দৈনিক ইনকিলাব